The White Book

# The White Book

Novel by Han Kang

# দি হোয়াইট বুক

হান কাং

অনুবাদ

তৃপ্তি সান্ত্রা

KOBI PROKASHANI

দি হোয়াইট বুক
হান কাং
অনুবাদ : তৃপ্তি সান্ত্রা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

---

The White Book by Han Kang translated by Tripti Santra Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99576-2-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

# বই প্রসঙ্গে

আমি এখন একটি সাদা বইয়ের ভেতর আছি। আর ভাবছি সাদাকালোর সহাবস্থান নিয়ে, যে সহাবস্থান অহরহ ঘটে; কিন্তু আমরা কি সাদাকালোর সহাবস্থানকে এভাবে পৃথক করে ভাবি? কীভাবে সাদার ভেতরে কালো হয়ে মিশে যাওয়া যায়। সাদার মাহাত্ম্য প্রকট হয়—কালোর অবস্থান প্রকট হয়—আর এই বইটা যা আমাকে একসময় নিজেরই ভেতর এই পৃথকীকরণে সহযোগিতা করেছিল—যেমন একটা সাদাকালো আঁকাআঁকি। ঠিকঠাক কি বোঝানো সম্ভব এসব!—এই বিস্ময়ের ভেতর একরকম কিয়ারোসকিউরো (Chiaroscuro) অবস্থান। আমি নিয়ত অনেক কিছু বলতে পারি না অথচ একটি সাদা বই লিখিত হয় কালো হরফে। একটি সাদা বই যে লিখিত হয়েছে বা লিখিত হয় নিয়ত, এও এক বাস্তব যা জীবনের একটি সাদা প্রতিফলন। লিখিত প্রতিফলন এবং সেই লিখিত প্রতিফলন থেকে কল্পনার প্রতিফলন। আর একটি সাদা বই লিখিত হয়েছে আর বইটা এতটাই সাদা যে জীবন এখানে প্রকট কালো।

সবকিছুরই একটা গৌরচন্দ্রিকা প্রয়োজন নয়তো ব্যূহ রচনা করা যায় না। ধীরে ধীরে ব্যূহ সম্পূর্ণ হলে যুদ্ধটা ঠিকঠাক শুরু করা যায়। আজ একটি বই নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব; কিন্তু যে বই লেখকের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, এখানে বই ও লেখক উভয়েই একে-অপরকে আত্মতা দান করেছে। এই বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বারবার এই বইয়ের মূল সূত্রে পৌঁছে যেতে হবে। এই বই—'The White Book' (দি হোয়াইট বুক)-কে অনেক সমালোচকই উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাননি। অনেকেই বলেছেন গদ্যের বই, কেউ বলেছেন 'মেডিটেটিভ বুক'। সঙ্গে অবশ্যই একটি শব্দ জুড়ে দিয়েছেন

'আত্মজৈবনিক'। এই বিষয়ের দিকে এগোব কিন্তু তার আগে আরও কিছু গৌরচন্দ্রিকা বাকি। আরও কথা। আসলে আমি আত্মজৈবনিক উপন্যাস গল্প পড়তে ভীষণ পছন্দ করি। যেহেতু এই বই ঘোষিতভাবে আত্মজৈবনিক। এখানে কোথাও সূত্র খুঁজে লেখকের জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাপরম্পরা চরিত্র বা জায়গাবিশেষ অনুসন্ধান করতে হয় না আমাদের। আমাদের একটা পৃথক দরজা খোলার প্রয়োজন পড়ে না যে লেখক কীভাবে জড়িত লেখাটার সঙ্গে। আর যখন এখানে গৌরচন্দ্রিকা লিখতে গিয়েও ব্যাপারটা গৌরচন্দ্রিকা থাকছে না আর, সরাসরি আমরা বিষয়টার অন্তর্মহলে প্রবেশ করে যাচ্ছি। বিষয়টা এটাই যে একটি সাদা বই লিখছেন একজন লেখক যেটা তাঁর মনের ভেতরটা সাদা করার অভিপ্রায়ে। ব্যাপারটা যেহেতু আত্মজৈবনিক এবং সাক্ষাৎকারে লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন সে কথা, তখন আমাদের কাছে খানিকটা অমীমাংসার কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা অনেক ধাপ এগিয়ে যাই বিষয়ের কাছাকাছি। এভাবে, এভাবে পাঠক উপন্যাস ঔপন্যাসিকের মধ্যে আলাপন ঘটে। পাঠের মধ্যদিয়ে আরও একটি সাদা বই লিখিত হয়। আর বিষয়টার খোলাসা হয়। কিন্তু এ বই তেমনটা সহজ পথ নয়। আমার আজকের লেখার বিষয় লেখার ভেতর লেখক কীভাবে জড়িত আছেন। সঙ্গে এটাও বলার যে কেন এই বই আখ্যান হিসেবে একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এর মীমাংসা করতে গিয়ে অনুসন্ধানরত হতে হবে, লেখক কীভাবে প্রতিটা পরতে মিশে আছেন উপন্যাসে এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু আত্মজৈবনিক হয়েও কীভাবে সেসব স্মৃতিকথন না হয়ে উপন্যাস হয়ে উঠছে। আর আত্মজীবনের এরকম যাত্রাকে নিজের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজের অন্তরভার মুক্ত করা এবং পাশাপাশি সেটাকে উপন্যাস হিসেবে কল্পনাতুর করে তোলা কম বড় কাজ নয়। দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং এটা দক্ষভাবে করেছেন। আর সেই লেখা আমরা পড়তে পারছি তার একমাত্র কারণ অনুবাদক দেবোরাহ স্মিথ। 'দি ভেজিটেরিয়ান' অনুবাদের মধ্যদিয়ে হান কাং-এর সঙ্গে তাঁর যাত্রা শুরু।

যখন আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে একটি বই পড়ছি সেখানে সেই মুহূর্ত থেকে আমিও বইটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছি। বা হয়ে পড়ি। এই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই বইটাও ক্রমাগত উন্মুক্ত হচ্ছে আমার কাছে আমিও তখন বারবার ভাবছি বা ভেবে থাকি কেন আমি এই নির্দিষ্ট বইটি পড়ছি।

প্রত্যেক পাঠকেরই এজেন্ডা থাকা জরুরি, সে একটি বই কেন পড়বে? ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি। আর যখন পাঠক ব্যক্তিটি নিজে একজন লেখক তখন বিষয়টা আরও বেশি করে কাজ করে। তখন সেই ব্যক্তি উক্ত বইটি পাঠের পরে আলোচনা লিখবার সময় তাঁর ব্যক্তিগত ডিসকোর্সও জুড়ে দিতে পারেন। কারণ, একজন পাঠক হিসেবে এই বই আমার এজেন্ডার অংশ সেই কারণে পাঠক আমিও এর সঙ্গে একদিক থেকে জড়িয়ে, এক অর্থে আত্মজৈবনিক এবং জৈবিক। এই আলোচনার মধ্যে আমার নিজস্ব পঠনের ডিসকোর্স এখানে সংযুক্ত করার ইচ্ছা আছে, যদি সেটার প্রয়োজন পড়ে।

**এবার সরাসরি**

হান কাং একটি উপন্যাস লিখেছেন 'দি হোয়াইট বুক'। অথবা 'উপন্যাস' শব্দটা যদি প্রথাগত উপন্যাসের ধারণাসম্মত না হয় এই বইয়ের ক্ষেত্রে সেখানে উপন্যাসোপম ব্যাপারটা 'আখ্যান' বলে সমঝোতা করা যেতে পারে। আর এই সমঝোতার ব্যাপারটা দাঁড়িয়েই আছে উপন্যাস হিসেবে এই বইকে গ্রহণ না করতে পারার রক্ষণশীলতায়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা সন্দেহের জন্ম দেয় যা বারবার সমালোচককে বুঝে নিতে সহযোগিতা করে বইয়ের ন্যারেটিভকে বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচনা করতে।

**সোমে ফেরা**

হান কাং 'দি হোয়াইট বুক' লেখার পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে তাঁর মাকে পেয়েছেন। আর তাঁর ক্ষণজন্মা দিদিকে। অনুপ্রেরণা শব্দটা এখানে সন্দেহের। এর উৎপত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ ঘটে। অথচ এর উৎপত্তির উৎসই হলো একটি যন্ত্রণার নিরসনের কাহিনিকে তুলে ধরা। এ এক যন্ত্রণার ইতিহাস যা লিখিতই হচ্ছে এমন এক নির্মাণে, এমন এক কল্পনায় যা আস্ত একটি আখ্যানের জন্মের জন্য দায়ী। কাহিনির মূলে আছে লেখকের মা। আর তাঁর মায়ের কাছে শোনা তাঁর এক ক্ষণজন্মা শিশুকন্যার কাহিনি। আমি এখানে কাহিনি একদম বলার চেষ্টা করব না, শুধু জানাতে চাইছি সূত্রটা। যেখানে ঘুরেফিরে বারবার এই আখ্যান ফিরে আসে। ফিরে আসার গল্প বলে আর ফিরে আসে, সঙ্গে করে আনে গল্প, নানা ধরনের গল্প, সাদা জিনিসের গল্প, বেঁচে থাকার কথা, শুশ্রূষার প্রক্রিয়া যা কাহিনির জন্ম দিয়েছে প্রতিটা

পদে। তিনটি ধাপে। তিনটি ধাপে আখ্যান এগিয়েছে একেবারে সম্পূর্ণ 'অল হোয়াইটনেস'-এর দিকে।

## কাহিনিসূত্র

লেখকের মা একটি শিশুকন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, যে দুই ঘণ্টারও কম বেঁচে ছিল। বেঁচে থাকার কিছুই এখন সেই গল্পে নেই। ইতিহাস যা শুধুই শূন্যতার কথা বলে। এই কাহিনি আমি এখানে সম্পূর্ণ বলে দেব না। পাঠক, আপনাকে পড়তে হবে, যে লেখা 'নিউবর্ন গাউন' পর্যন্ত পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়েই তৈরি হচ্ছে। সদ্যজাত একটি শিশুকন্যার পরনের গাউনের জন্মের কাহিনি। লেখক এই 'নিউবর্ন গাউন' শিরোনামে একটি অধ্যায় লিখছেন। যা আদতে একটি শিশুকন্যার মৃত্যুযাত্রার কাহিনি যতটা না ওটা তার জন্মের। এভাবে জীবনের সঙ্গে কল্পনা জড়িয়ে একটি আখ্যানের জন্ম দিচ্ছেন যা আত্মজৈবনিক হয়েও কোনোভাবেই আত্মজীবনী হয়ে উঠছে না। এ একটি আখ্যান যেখানে আমরা লেখককে বারবার খুঁজব অথচ গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় এ আখ্যান আত্মজৈবনিক হয়ে ওঠার আখ্যান নয়। আত্মজীবন থেকে আখ্যান হয়ে ওঠার আখ্যান। এই অধুনা মফস্বলে বসে এমন একখানা দুঃখকাতর বই নিয়ে ভাবতে বসেছি। ভাবছি কয়েক বছর ধরে। এমনটা কেন এর উত্তর সহজ কিন্তু সহজ নয় অন্য একটা প্রশ্ন। একজন লেখক কেন নিজের জীবন থেকে একটি করুণ গল্পকে বেছে নিলেন আখ্যানের বিষয় হিসেবে আর তারপর ক্রমশ নিজেই মিশে গেলেন সেই লেখায়। এই কেনর উত্তর লেখক হান কাং দিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছে অতটাও সহজ নয় এই প্রক্রিয়া। 'With each item I wrote down, a ripple of agitation ran through me. I felt that yes, I needed to write this book, and that the process of writing it would be transformative, would itself transform, into some white ointment applied to a swelling, like gauze laid over a wound. Something I needed.'

## অমীমাংসা থেকে মীমাংসা

সেই একটা ঘটনা থেকে যখন একটি আস্ত বই লেখা শুরু হলো। আর তার পথ হিসেবে কী বেছে নিলেন লেখক। সেটা হলো সব সাদা বস্তু এবং

সাদাটে অনুষঙ্গ। এতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয় যে এটি একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস (আখ্যান) যার গতিপ্রকৃতি আত্মজীবনকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয় বরং সেই স্মৃতি থেকে উত্তরণ। আমার এই বইটা নিয়ে লেখার উদ্দেশ্য বইটা নিয়ে আলোচনা বা বইয়ের কাহিনিবলয় নিয়ে কথা বলা নয়, তার জন্য বইটা পাঠ করবে পাঠক। আমি দেখাতে চাইছি, আত্মজৈবনিক একটি আখ্যান যা লিখিতই হচ্ছে যন্ত্রণাকাতর স্মৃতি থেকে উত্তরণের জন্য। খুব বেশি হলে আমি সেই মূল কাহিনিসূত্রকে নিয়ে ভাবতে পারি এবং সেটা ভাবতে গিয়ে লেখক কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছেন তাঁর লেখায়। যার পন্থা হলো কীভাবে গল্পগুলো চলছে, কীভাবে ঘটছে, কীভাবে মীমাংসা হচ্ছে সেসবের। আর কীভাবে গল্প বলা হচ্ছে।

শুরুর গল্পে লেখক একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেবেন, দেখতে গিয়েছেন। দেখলেন একটি দরজা। একটি লোহার দরজা যা একসময় সাদা ছিল, কিন্তু এখন তার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জং বেরিয়ে এসেছে। এখানে, একমাত্র এখানে লেখক একটি রং ওঠা বস্তুকে সাদা রং করেছেন। আমি এটাকে ক্ষতকে ঢাকা বা শুশ্রূষার ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নিতে পারি। আর কোথাও লেখক কোনো জিনিসকেই সাদা করে তোলার চেষ্টা করেননি। স্মৃতি থেকে তৈরি হওয়া বিচ্ছিন্নতা এখানে শুরুর যাত্রা বোঝায় যা সবসময়ই উত্তরণ বিষয়ে সংশয়ী থাকে। সংশয়ী মন সবসময় বাইরের আবরণ দিয়ে নিজেকে আড়াল করে থাকে।

পরবর্তীতে লেখক ধীরে ধীরে তাঁর মায়ের মুখে শোনা তাঁর প্রথম শিশুকন্যার মৃত্যুর খবরের গল্পটা বলেন। সেই স্মৃতিটা গল্প হয়ে ফোটে। এখানে সরাসরি গল্পটার মুখোমুখি হতেই হতো একজন মানুষকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আরও বেশি করে শূন্যতা তৈরি করে দেয়, মনে করিয়ে দেয় সেই স্মৃতি এখনও জীবিত। আর দেখা যাবে বিভিন্ন সাদা জিনিসের মধ্যদিয়ে যখন গল্প এগিয়েছে তখনও কোথাও সরাসরি কোথাও বা চুপিসারে সেই স্মৃতিই উঁকি দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল পথ্যমূলক। সাদা এখানে অবলম্বন, শোক নয়। আর কোথাও গিয়ে জীবনের এক অন্য সম্ভাবনার কথাও ভেবেছেন লেখক যা থেকে এক নতুন গল্পের জন্ম। তারপর শেষের দিকে যত এগিয়েছে তত মনে হয়েছে লেখক যেন উত্তরণ করতে

পারছেন। যেমন একটি সাইকোসিসের মধ্যে একজন মানুষ নিজের উঠে দাঁড়াবার পথ খুঁজে বের করেন।

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ের অনুবাদ করে দিচ্ছি আর সেটা নিয়ে দু-চার কথা বলতে বলতে এই লেখা শেষ করব।

**সবকিছু সাদা**

তোমার চোখ দিয়ে, একটি বাঁধাকপির ভেতর আমি দেখব সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে আকর্ষণীয়, অমূল্য সতেজ পাপড়িগুলো—তার হৃদয়ে প্রোথিত।

তোমার চোখ দিয়ে, আমি দেখব দিনের বেলায় অর্ধেক চাঁদের শিহরণ।

কোনো একটা সময় সেই চোখদুটো হিমবাহ দেখবে। সে দুটো উপরে তাকিয়ে দেখবে সেই বিশাল বড় বরফের চাঁই আর দেখবে পবিত্র কিছু, যা জীবনের দ্বারা কলুষিত হয়নি।

সে দুটো দেখবে সাদা বার্চ গাছের জঙ্গলের নিস্তব্ধতা। জানালার স্থৈর্যের ভেতর পর্যন্ত যেখান দিয়ে শীতের সূর্য প্রবেশ করে। সেই উজ্জ্বল ধুলোর ভেতর, আলোর রেখার সঙ্গে সরে যাবে যা ছাদের দিকে তেরছাভাবে গিয়ে পড়ে।

সেই সাদার ভেতর, সেই সমস্ত সাদা জিনিসের ভেতর, আমি তোমার শেষ নিঃশ্বাসের ভেতর নিঃশ্বাস নেব।

এই বইয়ের যেটা বিশেষ ধরন যা আমার ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ ভালো লাগে তা এই বইয়ের প্রতিটা লেখার মধ্যে যে আত্মজৈবনিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে সেটা কাহিনি থেকে কাহিনিতর যাত্রায় উপনীত হয়েছে, সেখানে আমরা লেখককে বারবার ফিরে পাই। যা সাক্ষাৎকারেও বলেছেন হান। অনেক আত্মজৈবনিক উপন্যাসই পড়েছি যেসবের অভিযাত্রা আত্ম-উত্তরণময় হয় না। গত বছর আনি এরনোর 'সিম্পল প্যাসন' বইটা পড়েছি। এরনোর সেই আখ্যান যা এরনো বলেছেন je transpersonnel. এরনো 'হোয়াইট রিভিউ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এ ব্যাপারে : 'I say je transpersonnel because it is not the individual, or the anecdotic, that interests me, but that which is shared, whether that be social,

or even slightly in the order of the psychological, in the realm of reaction. That is how I may be sure that I'm bringing to light something that isn't reducible to a personal history. Essentially, I want to put myself at a distance, the greatest distance between what I've lived, who I am—it's about being able to distance yourself.' এই আত্মজৈবনিক লেখা আখ্যানধর্মী হলেও সেখানে লেখক নিজেকে একটা অবজেক্টিভ দূরত্বে রাখছেন যেখান থেকে কখনোই মনে হবে না একজন লেখক নিজের আত্মজীবন লেখায় মেলে ধরতে চাইছেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে আখ্যান নির্মাণ করেছেন যা আখ্যান হিসেবেই যেন গুরুত্ব পায়। কিন্তু বারবার বলছি 'দি হোয়াইট বুক' হান কাং লিখেছেনই আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে একটি আখ্যান যা সরাসরি তাঁরই জীবনের অংশ এবং লেখার উদ্দেশ্য এই স্মৃতির ভেতর মিশে গিয়ে নিজের উত্তরণ এবং উপশম। এ কথা তিনি স্বীকারও করেছেন সাক্ষাৎকারে। যাই হোক আমার এই লেখার উদ্দেশ্য সাধন হলো। এই নতুন ধরনের আত্মজৈবনিক আখ্যান যার মধ্যদিয়ে লেখককে অনুসন্ধান আমার ক্ষেত্রেও এক নতুন অভিজ্ঞতা। এ বই আমাকেও একসময় নিজের সাদাত্বের ভেতর মিশিয়েছিল যা এখন আরও সাদা করে তুলল আমাকে।

প্রাচ্যের একটি শিশুকন্যার মৃত্যুকে ঘিরে একটি আখ্যান কথাসাহিত্যিক, কবি ও অনুবাদক তৃপ্তি সাম্ত্রার দক্ষ অনুবাদে কবি প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে।

**শতানীক রায়**

# অনুবাদকের কথা

১১ অক্টোবর ২০২৪ হান কাং-এর নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর সেপ্টেম্বর মাসেই যে আমি 'দি হোয়াইট বুক' অনুবাদ শেষ করেছি, জানিয়ে একটি পোস্টে লিখেছি : 'বন্ধু, কবি, সম্পাদক শতানীক রায় দুবছর আগে বইটি দেয় এবং অনুবাদ করতে বলে। সাদা পাতায় কম শব্দে এত বেশি ভাবনা, এমন গভীর চুপভুব কথা...কখনো বরফে, কখনো সাদা পাতার শূন্যতায় নিজেকে আবিষ্কারের খেলায় জড়িয়ে গেছি। শেষে সম্পাদকের তাড়ায় এই সেপ্টেম্বরে শেষ করতে পেরেছি। অনুবাদটি পত্রিকায় প্রকাশ পাবে, পরে বই...অপেক্ষা এখন। সাহিত্যে প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী নারীর বই অনুবাদ করে বেশ...ইয়ে লাগছে।' কবি প্রকাশনীর হয়ে অনুবাদকের কথা লিখতে গিয়ে, ডায়েরির পাতা ওল্টাই। দেখি ২০২২ নয়, বই আমি অনুবাদ শুরু করি ২০১৯ সালে। হানের কথামুখটি আমি অনুবাদ করি ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু তারপর? শেষ পাতাটি তো অনুবাদ করলাম ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে। তার মাঝে? মাঝে আমরাই নানা ক্রিয়াকাণ্ডে। ঘাত-প্রতিঘাতে। জীবন-মত্যুর দোলায়। ২০২০ থেকে ২০২২ এবং তারও পরে করোনা ট্রমায়। কত প্রিয়জন পাশ থেকে টুপ করে খসে পড়ল। ছিল নেই। মাত্র এই। মানুষজনহীন পথঘাট। কাছে এসো না। দূরে যাও। দূর হঠো।

এই সময়কালে খালি পা শ্রমিকদের দেখলাম হাজার মাইল ধরে পথ হাঁটিতেছে—খালি পায়ে, রোদজল খেয়ে, ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ছে রেল লাইনে—কাটা পড়ছে—মরছে না খেয়ে—করোনার মারণব্যাধিতে সরকারের অপদার্থতায়—সেই সময়—হোয়াইট বুক বন্ধ থাকে—সেখানে যেসব সাদা—নতুন বাচ্চার জামা—লবণ—বরফগুঁড়ো—আরও আরও সবকিছু। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। গরম রাখতে। উদ্দীপিত হতে আমি

সেই সময় কানচা ইলাইয়ার 'হোয়াই আই অ্যাম নট আ হিন্দু' অনুবাদ করি। বহু ভাষাভাষী বহু ধর্মমতের ভারতবর্ষের শূদ্রজন কথা।

'দি হোয়াইট বুক' অনুবাদ খুব সহজ ছিল না। ১৬১ পাতার বইয়ে, অর্ধেক সাদা পাতা। এক পাতাতেই লেখা, পেছন পাতা সাদা। কিছু সাদাকালো ছবি আছে।

বইটির লিখনশৈলীতে একটা নির্লিপ্ততা রয়েছে। ব্লার্বিং-এর ভাষায় "দি হোয়াইট বুক'—রঙের ধ্যান যা শুরু হয়েছে খুব সাধারণ কটি সাদা জিনিসের তালিকা দিয়ে। এটি শোক, পুনর্জন্ম এবং মানব আত্মার দৃঢ়তা সম্পর্কিত একটি বই। জীবনের ভঙ্গুরতা, সৌন্দর্য এবং বিস্ময়করতার এক অত্যাশ্চর্য তদন্ত।'

সূর্য করোজ্বল ধন্য উষ্ণ প্রাচ্য এই সাদার থই পায় না। ভাবতে বসে—এত সাদা। বরফ। কোরিয়া কি একটি শীতপ্রধান দেশ! আসলে বইয়ের ঘটনাপ্রবাহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ওয়ারশ, পোল্যান্ডে। কাহিনির পটভূমি কোথায়। বইয়ে, মূল চরিত্রের নাম বা তার পরিবারের অবস্থান এসব উল্লেখহীন। পাঠক পড়ে ধন্দে।

উপন্যাসটি একটি অপ্রচলিত আখ্যান। এটি অনামি একজন বর্ণনাকারীর বোনের অকালমৃত্যুর ওপর রচিত একটি খণ্ডিত আত্মজীবনী, স্তবের মতো যা উচ্চারিত হয়েছে। এক গুচ্ছ সাদা বস্তুর তালিকা দিয়ে শুরু এই বই আসলে রঙের স্তব। খুব অল্প কথায় লেখা। বইটি একটি ইঙ্গিত। একটি ইশারা। তা নিজে যত না বলে। পাঠককে ভেবে নিতে হয়। এক হিসেবে কল্পনাপ্রবণ করে তোলে। মহৎ সাহিত্যই তো তাই। যা হাসায় না। কাঁদায় না। পাঠককে ভাবিয়ে তোলে।

বোনের মৃত্যু। একটি ইনকিউবেটরের অভাবে প্রাচ্যের শিশু মারা যায়। কাহিনির এই বীজ কি আমাকেও দংশন করেনি! মুক্তি ও রত্না আমার দুই পূর্বাজার অকালমৃত্যুর গল্প শুনেছি কতবার। 'দি হোয়াইট বুক'-এর নামহীন শিশুটি বারবার আমার কাগজ কালিতে জড়িয়ে যায়...সত্যিই কিছু লেখা হয় না। যা কিছু কালো কালিতে তার চেয়েও অনেক বেশি সাদা পাতায় লিখেছেন হান।

**তৃপ্তি সাত্রা**
আটাশ, বারো, দুহাজার চব্বিশ

## সূচিপত্র

১ : আমি

দরজা
বাচ্চা জড়ানোর কানি
নবজাতিকার ন্যাকড়া-জামা
চাঁদের মতো চালের পিঠে
কুয়াশা
সাদা শহর
অন্ধকারের নির্দিষ্ট বীজমালা
আলোর দিক
বুকের দুধ
সে
মোমবাতি

২ : সে

বরফকুচি
বরফঝড়
ডানা
মুঠি
বরফ
তুষারপাত

আবহমান তুহিন
তরঙ্গমালা/ঢেউগুলো
তুষারপাত
সাদা কুকুর
তুষারঝড়
ছাই
লবণ
চাঁদ
জরির পর্দা
প্রাণবায়ু-মেঘ
সাদা পাখিরা
রুমাল
আকাশগঙ্গা
সফেদ হাসি
সুগন্ধি ফুল
ছোট্ট সাদা বড়ি
চিনির দানা
আলো
রুপোর এক সহস্র বিন্দু
ঝলমলে
সাদা নুড়ি
সাদা হাড়
বালু
সাদা উত্তরাধিকারী
মেঘেরা
ভাস্বর বাল্ব
সাদা রাতগুলো
আলোর দ্বীপ

সাদা কাগজে কালো লেখা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে
স্তব্ধতার কাছে
সীমানা
নলখাগড়ার বিছানা
সাদা প্রজাপতি
আত্মা
কাঁচা এবং রান্না করা চাল

## ৩ : সব সাদা

তোমার চোখ দুটি
কাফন
ওন্নি
সাদা কাগজে আটকে থাকা একগুচ্ছ শব্দমালার মতো
শোকবস্ত্র
ধোঁয়া
নীরবতা
নিচের দাঁত
বিচ্ছেদ
সব শুভ্রতা

# ১

## আমি

বসন্তে আমি যখন সাদা জিনিস নিয়ে লেখার কথা ভাবি, সর্ব প্রথমে একটা তালিকা বানাই।

ন্যাকড়া কাপড়
নতুন জাতকের গাউন
ন্যাকড়া-জামা
লবণ
বরফগুঁড়ো
বরফ
চাঁদ
ভাত
ঢেউ
সুগন্ধি ফুল
সাদা পাখি
সাদা হাসি
সাদা কাগজ
সাদা কুকুর
সাদা চুল

প্রতিটি জিনিসের নাম লিখছি, একটা কেমন অস্বস্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে আমার মধ্যে। অনুভব করলাম, হ্যাঁ লিখতে হবে। বইটা লিখতে হবে আমাকে। আর এই লেখার প্রক্রিয়াটি রূপান্তরগামী। এটা পরিবর্তিত হবে যেভাবে সাদা মলম ব্যথার উপশম, গজ কাপড়ের টুকরো ক্ষতের উপশম এই রকম কিছু আমার দরকার।

কিন্তু তারপর। কিছুদিন বাদে আবার ওই তৈরি তালিকায় চোখ বুলিয়ে এই শব্দগুলোর হৃদয়ে কী যে মানে লুকিয়ে থাকতে পারে এই ভেবে অবাক হই।

আমি যদি আমার মধ্যদিয়ে শব্দগুলোকে চালাই, ধাতব দড়ি থেকে ধনুক যেভাবে বিষাদ চিৎকার করে বের করে, সেভাবেই বাক্যগুলো কেঁপে যাবে। সাদা গজে জড়িয়ে আমি কি এই বাক্যগুলোর মাঝে নিজেকে লুকোতে পারব?

এটার উত্তর দেওয়া কঠিন। যেভাবে তালিকা বানিয়েছিলাম রইল, এর বাইরে অন্য কিছু বন্ধ করলাম। আসলে আমি এই দেশে এলাম যেখানে আগে কখনো আসিনি, রাজধানীতে অল্পদিনের জন্য একটা ফ্ল্যাট লিজ নিলাম এবং এই অদ্ভুত পরিবেশে দিন কাটানো শিখতে লাগলাম। প্রায় দুমাস পরে, সবে শীত পড়তে শুরু করছে, মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলো। হাড়ে হাড়ে চিনি এই ব্যথা। গরম জল দিয়ে কিছু বড়ি গিললাম আর বুঝলাম (খুব শান্তভাবেই) যে ব্যথা ভালো অসম্ভব।

*

তারপর থেকে সময় কাটানো বড্ড কঠিন হয়ে পড়ে। শারীরিক যন্ত্রণায় সবসময় তীব্র সচেতনায় থাকি। বারো তেরো বছর বয়সে কোনো রকম সতর্কতা না জানিয়েই মাইগ্রেন এসেছিল, সেই সঙ্গে এমন ভয়ানক পাকস্থলির খিচুনি, স্বাভাবিক জীবন যাপন বন্ধ হবার জোগাড়। এমনকি ছোটখাটো কাজও করতে পারতাম না কারণ সব চেতনা ওই ব্যথাকে ঘিরে, সময় টুকরো টুকরো ক্ষুরধার রত্নপাথরের মতো খেলে বেড়াচ্ছে আমার আঙুলের ডগায়। একবুক নিঃশ্বাস নিই, আর আমার নতুন জীবন একফোঁটা রক্তলাল পুঁতির আকার নেয়। এমনকি একবার আমি প্রবাহে ফিরে এসেছি, একটি দিন মিশে গেছে অন্য দিনে, আর সেই অনুভূতি অকুস্থলেই রয়ে গেছে, অপেক্ষায় নিঃশ্বাস আটকে আছে।